[illegible] পৃষ্ঠা ৬ [illegible] ৭

মুহসীন হল থেকে অস্ত্র উদ্ধার ঃ মামলা হয়নি

ছাত্রলীগ ক্যাডার আরিফ ১ দিন পরই জামিন পেয়ে গেছে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসীন হল থেকে গত সোমবার ৪টি আগ্নেয়াস্ত্র ও আড়াইশ রাউন্ড গুলিসহ গ্রেফতার হওয়ার পরও ছাত্রলীগের হল শাখার যুগ্ম-সম্পাদক শেখ আরিফুর রহমানের কাছ থেকে কোন অস্ত্র বা গুলি পায়নি পুলিশ। ওই ঘটনায় গতকাল মঙ্গলবার রমনা থানা পুলিশ শেখ আরিফ ও এক বহিরাগতকে সন্দেহজনকভাবে গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে পাঠালে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট তাদের জামিন দিয়েছেন। পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইন তো দূরের কথা কোন মামলাই করেনি। অস্ত্র ও গুলি পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার দেখিয়ে রমনা থানায় একটি জিডি করা হয়েছে।

রমনা থানার এস আই বাসিরুদ্দিন গতকাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট শহীদুল ইসলামের আদালতে দেয়া প্রতিবেদনে বলেন ঃ পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পায় যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসীন হলের ৪৫৭ নম্বর কক্ষে কিছু বহিরাগত ছাত্র ও সন্ত্রাসী যুবক অবস্থান করছে। খবর পেয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে সোমবার ভোরে ওই কক্ষে অভিযান চালিয়ে ছাত্র শেখ আরিফুর রহমান ও বহিরাগত শেখ মো. সেলিম হোসেনকে গ্রেফতার করে। উল্লেখ্য ওই কক্ষ থেকে একই সাথে ৪টি আগ্নেয়াস্ত্র ও ২শ ৩৪ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হলেও আদালতে দেয়া পুলিশ প্রতিবেদনে ওই আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলির কোন উল্লেখ নেই।

মুহসীন হলের ৪৫৭ নম্বর কক্ষ থেকে ছাত্রলীগ ক্যাডার শেখ আরিফসহ ২জনকে
গ্রেফতার এবং আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করা হয় সিটি এসবি'র এএসপি খলিলু
রহমানের নেতৃত্বে। তিনি গতকাল স্বীকার করেন, ছাত্রলীগ ক্যাডার গ্রেফতার ও অস্ত্র
উদ্ধার একই কক্ষ থেকে করা হয়েছে। তাহলে অস্ত্র আইনে মামলা দায়ের করা হলো ন
কেন জানতে চাইলে তিনি বলেন ঃ এ ব্যাপারে তদন্ত করে পরে মামলা দায়ের কর
হবে। এ মুহূর্তে নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না যে অস্ত্রের মালিক কারা। সূত্র জানায় ঃ সিটি
এসবি অস্ত্রসহ ছাত্রলীগ ক্যাডারদের গ্রেফতারের পর অস্ত্র আইনে মামলা দায়ের করা
প্রস্তুতি নেয়; কিন্তু প্রচণ্ড চাপের মুখে তারা মামলা করতে ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত ছাত্রলী
ক্যাডার শেখ আরিফ ও বহিরাগতকে ৫৪ ধারায় সন্দেহজনকভাবে মুহসীন হলের ৪৫
নম্বর কক্ষ থেকে গ্রেফতার দেখানো হয়। **মুহসীন হল ঃ** পৃঃ ২ কঃ ২

মুহসীন হল ঃ মামলা হয়নি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আর অস্ত্র ও গুলি ওই একই কক্ষ থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার দেখিয়ে আলাদা একটি জিডি করা হয়। কৌশলে বলা হয়, শেখ আরিফ ওই হলের ৪৪৭ নম্বর কক্ষের বাসিন্দা। ৪৫৭ নম্বর কক্ষ থেকে আরিফকে গ্রেফতারের সময় তার কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে আইডি কার্ড পাওয়া যায় তাতে ৪৪৭ নম্বর কক্ষ লেখা।

গতকাল বিকেলে রিমান্ডের আবেদন ছাড়াই শেখ আরিফ ও সেলিমকে ৫৪ ধারার সন্দেহজনক আসামি হিসেবে আদালতে হাজির করা হয়। আদালতে তাদের পক্ষে এডভোকেট সৈয়দ শাহ আলম ও গোলাম মোস্তফা খান জামিনের আবেদন জানান। সরকারপক্ষে কোর্ট ইন্সপেক্টর জামিনের মৃদু বিরোধিতা করে বলেন, তারা সন্ত্রাসী। অথচ ৪টি আগ্নেয়াস্ত্র ও আড়াইশ রাউন্ড গুলি উদ্ধারের কথা চেপে যাওয়া হয়। পুলিশ প্রতিবেদনেও এর কোন উল্লেখ নেই। মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট শহীদুল ইসলাম দুপক্ষের শুনানি শেষে ছাত্রলীগ ক্যাডার শেখ আরিফ ও বহিরাগত সেলিমের জামিন মঞ্জুর করেন। [illegible] জামিননামা দাখিল করতে হবে আগামী ৫ই জানুয়ারি। জামিন হলেও ওই তারিখের আগে তারা মুক্তি পাচ্ছে না। [illegible]

সূত্র জানায়, আওয়ামী লীগের এক প্রভাবশালী সাংসদ ও নেতার চাপের মুখে সিটি এসবি ছাত্রলীগ বাগেরহাট গ্রুপের ক্যাডার আরিফের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা দায়ের করতে পারেনি। এমনকি সিটি এসবি অস্ত্রসহ তাকে গ্রেফতারের পর পুলিশের একটি উর্ধ্বতন মহলও অস্ত্র আইনে মামলা দায়ের না করার জন্য বলে।